বিএনপি টিকে থাকলে কেউ দেশ দখল করতে পারবে না- শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, নিজেকে নির্বাচিত এমপি দাবি করে সে আমার কাছেও হাটছে, আমার পরে যারা এসে দাঁড়াইছে তাদের কাছেও হাটছে। তারা হাটছে কেনো চুরি করার জন্য। মানুষের ক্ষতি, লুটপাট করার জন্য। বিএনপি লুটপাটকারী দল না। বিএনপি চাঁদাবাজি দল না। বিএনপি গণমানুষের দল।

শনিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজী মোড় এলাকায় উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, তারেক রহমান বলেছে বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে যারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি করে তাদের ধরে পুলিশে তুলে দেন। এরা বিএনপি করে না। বিএনপি জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছেন, খালেদা জিয়া এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তারেক রহমান গত ১৮ বছর রক্ষা করেছেন। এখন অনেকে নিজেকে বিএনপি দাবি করছে। বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল নিজের জিবন বিপন্ন করে থাকে সে দলের নাম ‘বিএনপি’। বিএনপি যদি দাড়িয়ে থাকে, টিকে থাকে তাহলে বাংলাদেশকে কেউ দখল করতে পারবে না।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বেগম খালেদা জিয়াকে আল্লাহ রক্ষা করেছে। প্রধানমন্ত্রী দাবিদার (শেখ হাসিনা) আরেক প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া) মরে কেন। এত অশ্লীল নিম্নমানের মানুষ তাকে তাড়ানো ছাড়া পথ ছিল না। এখন আসল জায়গায় পড়েছে। কেউ কেউ বলে তিনি শশুর বাড়ি গেছেন। আওয়ামীলীগের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলুর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য এ্যাড. ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, জেহালা ইউপির চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ

বিশ্বাস মিল্টু, কেন্দ্রীয় কৃষকদল নেতা আবু জাফর, এ্যাড. শামিম রেজা ডালিম ও উপজেলা যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশে নেতাকর্মীদের নিয়ে যোগদান

গাংনীতে বিএনপি’র প্রতিবাদ সভায় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের নিয়ে যোগদান করলেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও সাবেক মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হোসাইন মোহাম্মদ ও মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মফিজুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার সময় এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

যোগদানের সময় কাথুলী ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড খাসমহল গ্রামের নেতাকর্মী সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নেতাকর্মীদের মটর সাইকেল বহর নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

কাথুলী মোড় থেকে পা হেটে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদকের প্রতিবাদ সমাবেশ কে সাফল্য করার লক্ষ্যে সভায় যোগ দেন।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুছাইন মাহমুদ বলেন, সন্ত্রাসীবাদী আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ও ভারত অগ্রাসনের প্রতিবাদে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক জন নেতা বাবলু ভাইয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিবাদ সভাকে সাফল্য করার জন্য আমরা কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মটর সাইকেল বহর নিয়ে যোগদান করবো এবং আজকের সভাকে সাফল্য মন্ডিত করবো।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে খাসকররা মাধ্যমিক হাইস্কুলে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রাজা, সহ- সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ পিন্টু কাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সহিংসতাকে পরিহার করুন। যারা ভাঙচুর ও লুটপাট করছে এরা কেউ বিএনপির কেউ না। যদি কেউ এধরণের কাজের সাথে লিপ্ত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও নেতা আরো বলেন, আমাদের এলাকায় যারা সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করে, তাদের পরিবারগুলোকে রক্ষায় সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কেউ যদি তাদের উপরে কোন ধরণের অত্যাচার করে তাদের নিজ হাতে প্রতিহত করতে হবে।

এমপি আনার হত্যাকান্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে নেতাকর্মীদের

অবস্থান কর্মসূচী

ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনানোয়ারুল আজিম আনারের মরদেহ ফেরত ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত খুনিদের ফাঁসির দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ মে) সকাল ৮ থেকে বেলা ১১ টার পর্যন্ত এমপির বাসভবনের সামনে এই কর্মসূচী পালিত হয়। এতে কালীগঞ্জ উপজেলা আ’লীগের দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতা হত্যাকারীদের ফাসির দাবী সম্বলিত প্লাকার্ড নিয়ে ওই অবস্থান কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করে।

অবস্থান কর্মসূচী থেকে উপজেলা আ’লীগের সাবেক সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ঠান্ডু গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমাদের প্রিয় নেতা এমপি আনোয়ারুল আজীমের হত্যার সাথে জড়িত সকল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। শুনেছি নৃশংশভাবে তাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। আমরা তার মরদেহ বা লাশের টুকরা বা ডেটথ সার্টিফিকেট পেতে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি। কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, কালীগঞ্জ পৌর আ’লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও পৌর মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল ও আ’লীগ নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম সহ সাধারণ জনতা।

অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেওয়া সাধারণ জনগণের মধ্যে কয়েকজন ক্ষোভে ফুসে উঠে বলেন, শুনেছি আমাদের এমপির শরির কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। খুনিরা কি তার জামা কাপড় জুতা স্যান্ডেলও কেটে কেটে টুকরা টুকরা করেছে। আমরা এমপির ব্যবহৃত জামা কাপড় সামগ্রী ফেরত পেতে চায়। সেই সাথে তারা খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবী জানিয়ে আত্নচিৎকার করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে ভারতে গিয়ে নিঁখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের হত্যাকান্ড নিয়ে তার এলাকায় এখনো ধোয়াশা কাটেনি। ভারত যাবার ১০ দিন পর গত বুধবার (২২ মে) সকালে কলকাতার নিউটাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেনে খুন হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রচার হয়। এমনকি তার দেহ খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে বলেও প্রচার হয়। এখন পর্ষন্ত তার মরদেহ বা দেহের কোন অংশ এমনকি ব্যবহৃত জামা কাপড়

উদ্ধারের খবর না পাওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়েই ঘুরছে এমপি কি সত্যই মারা গেছেন ?

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শনে ও নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় এমপি ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন ও নেতাকর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

তিনি গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন।

এ সংগঠনের তৃণমূলের কর্মিরা হলো অত্যন্ত নিবেদিত। তাদের তেমন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তারা আওয়ামীলীগকে হৃদয়ে ধারণ করে। যার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে, শেখ হাসিনার প্রতি আস্তা রেখে নৌকায় ভোট দিয়ে আমাকে আবারও নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়। তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকার প্রতি যে আস্তা তার প্রতিদান আমাদের দিতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।উল্লেখ্য জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার সম্প্রতি বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই তার নিজ এলাকা চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গায় ফিরে আসেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু

বিশ্বাস,বন ও পরিবেশ বিষয়ক সমরপাদক সহিদুল ইসলাম, সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন,ইউপি চেয়ারম্যান আসিকুর রহমান ওল্টু,সোহানুর রহমান সোহান,শেখ আসাদুল হক মিকা,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,জেলা মৎসজীবিলীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী ঠাণ্ডু রহমানউৎপলনহক, আব্দুল মালেক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি, জয়নাল আবেদীন, পৌর কাউন্সিলর ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর ররহমান,যুবলীগের উপজেলা যুগ্ম আহবায়ক ডিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, পাপন রহমান, গোলাম সারোয়ার শামিম, লাভলু, শরিফুল মেম্বার প্রমুখ।

এর আগে এমপি ছেলুন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সাথে দাপ্তরিক কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তিতে এমপি ছেলুন শিক্ষাঙ্গের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেন।এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে তদারকি বাড়াতে হবে। ভবিষৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর বধ্যভুমি পার্কের নকসা দেখেন এবং অচিরেই বধ্যভুমি শিশু পার্কের কারার সংকল্প ব্যাক্ত করেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র কারামুক্ত নেতাকর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান

ঝিনাইদহে বিএনপি’র কর্মীসভা ও কারামুক্ত নেতাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শনিবার (০২মার্চ) সকালে শহরের এইএসএস সড়কের দলীয় কার্যালয়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি।

সেসময় হরিণাকুন্ডু উপজেলা ও পৌর বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের কারামুক্ত

৩২ নেতাকর্মীকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হরিণাকুন্ডু পৌর বিএনপির সভাপতি জিন্নাতুন হক খান’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান, হরিণাকুন্ডু উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, হরিণাকুন্ডু পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান আনিচ।

সেসময় বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ মিথ্যা মামলায় বিএনপি’র হাজার হাজার নেতাকর্মীদের কারাগারে রেখে পাতানো নির্বাচন করেছে। অবৈধভাবে সরকার গঠন করে পুরো দেশকে কারাগারে রুপান্তর করেছে। আন্দোলনের মাধ্যমে এই অবৈধ সরকারকে পতন করা হবে বলে হুশিয়ারী দেন তারা।

পাঁচ বছরে অসমাপ্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করবো-এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন শপথের পর গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মিদের মাঝে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়। বেলা ১১ টার দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। রাব্বুল আলামিন আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সেজন্য দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ,

ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দসহ যারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের কিছু কাজ এখনও বাকি আছে, স্কুল কলেজের অনেক কাজ বাকি আছে, কিছু রাস্তাঘাটের কাজও বাকি আছে, সেই সব অসম্পুর্ন কাজগুলো এই ৫ বছরে সম্মন্ন করতে হবে।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি শান্ত জেলা। একসময় চুয়াডাঙ্গাকে অশান্ত করে তুলেছিল,অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল,আমাদের আমলে ১৫ বছরে সেই চুয়াডাঙ্গায় শান্ত পরিবেশে গড়ে তুলেছি।আমরা শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চাই।ভোটকে কেন্দ্র করে কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে,আপনারা শান্ত থাকবেন। নতুন করে কেউ কোন ঘটনা ঘটাবো না,তবে যদি কেহ পায়ে ল্যাং মেরে ঝগড়া বাধাতে চাই তাহলে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমাদেরকে সব সময় ধৈর্য ও শান্ত থাকতে হবে,বিনা কারণে কেউ ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না।আমরা সবাই শান্ত থাকব,শান্ত থাকলে আমাদের সকলেই ভাল বলবে।

সকলকে স্বীকার করতে গত ১৫ বছরে চুয়াডাঙ্গায় কোন চাঁদাবাজী নেই,আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা,দামুড়হুদার কোন ব্যবসায়ি বলতে পারবে না চাঁদাবাজী হয়েছে। আমরা কিন্ত এইদিকটা কঠোর ভাবে দেখেছি,আমরা এও দেখেছি বিএনপি,জামাতের আমলে কাপড়ের দোকানদের কাছ থেকে বাড়িতে দেখানোর নাম করে নিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি।

তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায় শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করেছি,আগামী ৫ বছরও সেভাবে বসবাস করবো। এই নির্বাচনে গরীব মানুষেরা আপনাদের কথা রেখেছে,আপনাদের তাদের প্রতি সদয় আচরণ কতে হবে।

তিনি আরো বলেন আওয়ামীলীগ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন।এবারের নির্বাচনে আপনারা প্রমাণ করেছেন তৃনমুল সংগঠনের নেতাকর্মিরা কখনও ভুল করে না।আজ বিএনপি যদি নির্বাচনে আসত আমরা সহজে চিনতে পারতাম অমুক লোক বিএনপি করে,কিন্ত নিজ দলের মধ্যেকার লোক যখন অন্য পক্ষ অবলম্বন করে তখন সেভাবে কাউকে চেনা যায় না। কে কোন দিকে কি করছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা। উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইয়াকুব আলীর উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম

সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন,জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, শাহ আলম, হামিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলমডাঙ্গা, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হাজী ঠান্ডু রহমান, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজা ইমতিয়াজ বিপুল, মোখলেছুর রহমান শিলন, মোজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আসাদুল হক মিকা, আবু সাইদ পিন্টু,তাফসির আহমেদ লাল, সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, বিল্লাল গনি, দিদার মালিতা, রাহাব উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন, জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, নাহিদ হাসনাত সোহাগ, মকবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম লাল্টু, যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, আশাদুল হক ডিটু, পাপন, মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা, নাহিদ হাসান তমাল, সাকিব, অটল, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সহসভাপতি আলতাব হোসেন, ববিতা খাতুন, স্বপন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, মহিলা আওয়ামীগের সভাপতি সাহিদা খাতুন সহ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.জে.এম আব্দুর রকিবের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, সিরিয়র প্রভাসক ড.মাহবুবুর রহমান, তাপস রসিদ, ওসি শেখ গনি মিয়া, ওসি তদন্ত একরাম হুসাইন, টোটন জোয়ার্দার, সহকারি অধ্যাপক, আব্দুল মেনায়েম, শেখ শফিউজ্জামান, সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, ইকবাল হাসান, সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ারুজ্জামান, মাকুদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, আদিল হোসেন, তাসলিমা খাতুন, রাহাত আরা, জেসমিন আরা খানম, শরিয়ত উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, রাশেদুল মমিন, ড.মহাবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, তাপস রশিদ, রেজাউল করিম, আব্দুল হাই, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সেলিম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মীদের সাথে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দারের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তিনি আলমডাঙ্গার বধ্যভূমিতে এসে মুক্তিযোদ্ধা পার্ক নির্মাণ কাজের খোঁজ খবর নেন। পরে নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, দলের নেতাকর্মিদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বালাদেশ আজ বিশ্বের কাছে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মাথা উচু করে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশকে অকার্যকর একটি রাস্ট্রে পরিনত করতে বিএনপি-জামায়াত নানা ষড়যন্ত্র করছে। বিদেশীদের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন দেখছে।

তাদের সেই স্বপ্ন কোন দিনই পূরণ হবে না। সংবিধান অনুযায়ী আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন হবে। ক্ষমতায় আসতে হলে ভোটের মাধ্যমেই আসতে হবে। কেউ ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না।

তিনি বলেন, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকেন। কোন অপশক্তি ঐক্যবদ্ধ আওয়ামীলীগকে পরাজিত করতে পারবে না।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্হামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক,উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম,হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, পৌর আওয়ামীলীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন,যুবলীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহমেদ ডন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাদেকুর রহমান

পলাশ, আশরাফুল হক, শাহিন মিজান, আশরাফুল, সৈকত খান প্রমুখ।

মনোহরপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে এমপির মতবিনিময়

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাকমিদের সাথে মতবিনিময় করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে মাধবখালী গ্রামে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সাবিক পরিচালনা করেন মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আহসান হাবিব বকুল।